ভোটার তালিকা হালনাগাদ, জেন্ডার গ্যাপ ও আরও কিছু প্রশ্ন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৫ জুলাই, ২০১৫)

আজ, ২৫ জুলাই, থেকে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ। ২ জুলাই ২০১৫ নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, এবার ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি বা তার আগে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দেশের ৫১৪ উপজেলা/থানায় এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে তিন ধাপে তথ্য সংগ্রহ চলবে। সেক্ষেত্রে ২৫ জুলাই ১৮৯ উপজেলায়, ১৬ আগস্ট ১৮৪ উপজেলায় এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৪১ উপজেলায় কাজ শুরু হবে। কমিশনের হিসেব মতে, এবছর হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত হবেন প্রায় ৭২ লাখ ১৬ হাজার ভোটার।

ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমাদের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের যে চারটি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে, বিশেষত অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের উদ্যোগ নিয়ে আমাদের কিছু উদ্বেগ রয়েছে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো একটি বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন। আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ার একটি বড় কারণ ছিলো ভোটার তালিকায় প্রায় সোয়া কোটি ভূতুড়ে ভোটারের অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ। বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ভোটার তালিকা সংশোধন করে তা নির্ভুল করার নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন একটি ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করে। তালিকাটি প্রস্তুতের পর এর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন ইউএনডিপি'র সহায়তায় একটি নিরপেক্ষ অডিটের আয়োজন করে। স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) তালিকাটিকে ৯৯% নির্ভুল বলে প্রত্যায়িত করে। বস্তুত ২০০৮ সালে প্রণীত ভোটার তালিকাটি ছিলো আমাদের জন্য এক বড় গর্ব এবং পৃথিবীর অনেক দেশের জন্য ঈর্ষণীয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় দেখা দেয় নানা অসঙ্গতি। ওঠে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ। বিশেষ করে জানুয়ারি ২০১৫-এ প্রকাশিত ভোটার তালিকায় জেন্ডার গ্যাপ একটি বড় অসঙ্গতি হিসেবে দেখা দেয়।

জেন্ডার গ্যাপ

২০০৮-এর তালিকা অনুযায়ী আমাদের ভোটার সংখ্যা ছিলো মোট আট কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮। এরমধ্যে নারী ভোটার ছিলো চার কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১৪৯ এবং পুরুষ ভোটার তিন কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৫৪৯। অর্থাৎ ওই তালিকা অনুযায়ী নারী ভোটার ছিলো পুরুষ ভোটার থেকে ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৬০০ বেশি এবং ভোটার তালিকায় নারী-পুরুষের বিভাজন বা 'জেন্ডার-গ্যাপ' ছিলো **+১.৭৪%**।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কাজী রকীবউদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে হালনাগাদ করার পর ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় নয় কোটি ১৯ লাখ ৮০ হাজার ৫৩১। এর মধ্যে নারী ভোটার ছিলো চার কোটি ৫৮ লাখ ৪৪ হাজার ৫৬৬ এবং পুরুষ ভোটার চার কোটি ৬১ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৫। অর্থাৎ ২০১৩ সালের তালিকা অনুযায়ী, নারী ভোটার ছিলো পুরুষ ভোটার থেকে দুই লাখ ৯১ হাজার ৩৯৯ কম এবং জেন্ডার-গ্যাপ **-০.৩২%**।

নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পরবর্তী উদ্যোগ নেয় এবং ২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে একটি *খসড়া সাপ্লিমেন্টারি তালিকা* প্রকাশ করে এবং ২২ জানুয়ারির মধ্যে এটি সংশোধনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। খসড়া তালিকা অনুযায়ী, নতুন ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ লাখের কিছু বেশি এবং নতুন ভোটারদের মধ্যে জেন্ডার গ্যাপ **-১১.৬৭%**।

পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদের একটি সার-সংক্ষেপ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী, ২০১৪ সালের হালনাগাদ শেষে *চূড়ান্ত ভোটার* সংখ্যা দাঁড়ায় মোট নয় কোটি ৬১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৫২, যার মধ্যে নারী ভোটার চার কোটি ৭৭ লাখ ৪৭ হাজার ১০ এবং পুরুষ ভোটার চার কোটি ৮৪ লাখ ৫১ হাজার ৬৪২। অর্থাৎ সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের তুলনায় সাত লাখ চার হাজার ৬৩২ কম এবং জেন্ডার গ্যাপ **-০.৭৪%**।

কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সার-সংক্ষেপ থেকে দেখা যায় যে, নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত *নতুন ভোটারের* সংখ্যা বেড়েছে ৪৬ লাখ ৯৫ হাজার ৬৫০। এরমধ্যে নারী ভোটার হলো ২০ লাখ ৬৬ হাজার ১৪৪ এবং পুরুষ ভোটার ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৫০৬। অর্থাৎ সর্বশেষ চূড়ান্ততালিকা অনুযায়ী, *নতুন ভোটারদের* মধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটার থেকে ৫ লাখ ৬৩ হাজার ৩৬২ জন কম এবং জেন্ডার গ্যাপ **-১২%**। লক্ষণীয় যে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় জেন্ডার-গ্যাপ কিছুটা বেড়েছে।

নতুন ভোটারদের মধ্যে জেন্ডার-গ্যাপের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সার-সংক্ষেপের সঙ্গে জেলাভিত্তিক নতুন ভোটারের তথ্য প্রকাশ করা হয়নি এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করেও কমিশন থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। তবে ১ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত খসড়া সাপ্লিমেন্টারি তালিকার সঙ্গে জেলাওয়ারি নারী-পুরুষ ভোটারের বিভাজন পাওয়া যায় – যে ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ কিছুটা কম – এবং তা থেকে জেন্ডার গ্যাপের প্রকটতা আরও সুস্পষ্ট হয়।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী, আমাদের মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে আটটি জেলায় জেন্ডার গ্যাপ ৫% এর নিচে, ২৮টি জেলায় ৫-১০%-এর মধ্যে, নয়টি জেলায় ১০-১৫%-এর মধ্যে, ১১টি জেলায় ১৫-২০%-এর মধ্যে, চারটি জেলায় ২০-২৫%-এর মধ্যে, দুটি জেলায় ২৫-৩০%-এর মধ্যে, একটি জেলায় ৩০-৩৫%-এর মধ্যে, এবং একটি জেলায় ৩৫-৪০%-এর মধ্যে।

সবচেয়ে বড় জেন্ডার গ্যাপ হলো ফেনীতে, যা -৩৫.৩%। এরপর লক্ষীপুরে -৩০.৮২%, নোয়াখালীতে -২৬.৪৪%, চাঁদপুরে -২৫.৭২%, কুমিল্লায় -২৩.৪%, কক্সবাজারে -২২.৫৮% এবং ভোলায় -২০.৮৪%।

সবচেয়ে কম জেন্ডার গ্যাপ ঢাকায়, যা -২.১%। এরপর খুলনায় -২.৬৪%, গাইবান্ধায় -২.৯২%, রংপুরে -৪.০২%, শেরপুরে -৪.০৮%, বগুড়ায় -৪.২৬%, পঞ্চগড়ে -৪.৪২% এবং খাগড়াছড়িতে -৪.৫৪%।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে নতুন ভোটারদের মধ্যে জেন্ডার গ্যাপের কোনো সুস্পষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ করা যায় না। একমাত্র বৃহত্তর নোয়াখালীর তিনটি জেলায় এবং বৃহত্তর কুমিল্লার দুটি জেলায় উচ্চহারে জেন্ডার গ্যাপ দেখা যায়। কী কারণে তা ঘটেছে, যার ফলে নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, সেই ব্যাখ্যা দাবি করার অধিকার জনগণের রয়েছে এবং কমিশন তা প্রদান করবে বলে আমরা আশা করি।

কিছু মৌলিক প্রশ্ন

ভোটার তালিকা নিয়ে আরেকটি সমস্যা হলো যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের যে বিভাজনতার সঙ্গে ভোটার তালিকায়, বিশেষত নতুন ভোটারদের মধ্যকার দৃশ্যমান জেন্ডার গ্যাপের কোনোরূপ মিল নেই। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে পুরুষ-নারীর অনুপাত বা সেক্স রেশিও ১০০.৩। এ হিসেব অনুযায়ী, নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় কাছাকাছি। তাই ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের মধ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে যে -১২% জেন্ডার গ্যাপ দেখা যায় তার যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ।

ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র নারী-পুরুষের বিভাজনের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ নয়, ভোটার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গতি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। গত ছয় বছরে – ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গড় বার্ষিক ভোটার বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.১১%। আর গতবছর যারা নতুন ভোটার হয়েছেন তাদের জন্ম হয়েছে ১৮ বছর আগে এবং তখন আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৮০%-এর কম। এ ধরনের অসঙ্গতি ভোটার তালিকার সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করে পারে না।

কিছু আইনগত প্রশ্ন

ক. বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন

ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২-এর ধারা ৩ (১) (গ) এ বলা হয়েছে, 'বাড়ি বাড়ি গমনপূর্বক ভোটারদের মধ্যে নির্ধারিত ফরম বিতরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারী' নিয়োগ করা হবে।

কিন্তু সর্বশেষ ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে ইসির তথ্য সংগ্রহকারীরা অনেক ভোটারের বাড়িতেই যাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এব্যাপারে গণমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। *যুগান্তরে*'র (২৬ জানুয়ারি ২০১৫) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী: 'ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। তথ্য সংগ্রহকারীরা অনেক বাড়িতেই যাননি। বাড়ি বাড়ি না গিয়েই পাড়া-মহল্লার প্রভাবশালী ও পরিচিতদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন কেউ কেউ।' একইভাবে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ 'বাড়ি বাড়ি না গেলেও প্রস্তুত ভোটার তালিকা' শিরোনাম ছিলো *ইত্তেফাকে* এবং ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ 'ভোটার করতে বাড়ি বাড়ি না যাওয়ার অভিযোগ' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে *বাংলাদেশ প্রতিদিন*। এছাড়াও ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে দলীয় ব্যক্তিদেরকে নিয়োগের অভিযোগও ওঠে সে সময়।

বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হলে অনেকেরই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একজন পূর্বে যাত্রাবাড়ির ভোটার ছিলেন। তিনি বাসা বদল করে মিরপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেছেন। কিন্তু হালনাগাদকৃত ভোট তালিকায় তাকে মিরপুর এলাকার ভোটার করা হয়নি। ফলে তাকে ভোটার দেওয়ার জন্য যাত্রাবাড়ি যেতে হবে। আর যদি দূরত্বের কারণে যাত্রাবাড়ি না যান, তাহলে তিনি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

অতীতের হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পর্কে আরও একটি অভিযোগ রয়েছে। ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০১৩ সালে পরিচালিত হালনাগাদের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত ১৫ শতাংশ ভোটারের পরিচয়পত্র (আইডি) নম্বর ভুল। এ থেকে এটি

সুস্পষ্ট যে, অতীতের ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম যথেষ্ঠ যত্নের সাথে পরিচালিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তদারকির ঘাটতি ছিল। আর আইডি নম্বর ভুল থাকলে ভোটার তালিকা কি সঠিক হতে পারে?

খ. ১৫-১৭ বছর বয়সী নাগরিকদেরও নিবন্ধিতকরণ

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ (১) (খ) এ শুধুমাত্র ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকদেরকেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা আছে। কিন্তু আজ থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে প্রথমবারের মত ১৫-১৭ বছর বয়স্কদেরও নিবন্ধনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে কমিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। কারণ প্রতিবছর ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা কমিশনের আইনগত দায়িত্ব, তাই আগে থেকেই কারো নাম নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও ১৫-১৭ বছর বয়সী নাগরিকদের নিবন্ধন করা হলে এরা যে এখনই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে না বা দুই বার ভোটার হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

গ. জানুয়ারির পরিবর্তে জুলাই মাসে ভোটার তালিকা হালনাগাদ

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১১ (১) ধারায় প্রতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন জুলাই মাস থেকে হালনাগাদ কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। কমিশন এর আগের হালনাগাদও মে মাসে শুরু করেছিলো। এধরনের বিলম্ব আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাছাড়াও এখন বৃষ্টি-বাদলা, এমনকি বন্যার সময়। আর এ কারণেই জানুয়ারি মাসে ভোটার তালিকা হালনাগাদের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের কোনো কোনো জেলায় বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বন্যার কারণে যারা নিজ ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করবেন, তাদের অনেকেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন।

ঘ. পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা না চালানো

হালনাগাদ কার্যক্রমে যাতে কেউ বাদ না যায় তার জন্য আগে থেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো আবশ্যক। অতীতে একাজে সেলিব্রেটিদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা ছাড়াই আজ থেকে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম। শুধুমাত্র খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রদান ও ইংরেজি অক্ষরে লিখিত মোবাইল ফোনে প্রেরিত একটি ম্যাসেজ আমাদের চোখে পড়েছে, যা অনেক নাগরিকই পড়তে পারবেন না। তাই আমাদের আশঙ্কা যে, বর্তমান হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক ভোটারই অবগত নন।

উপসংহার

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এর দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে। এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কমিশনকে অগাধ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে অর্পিত 'ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ' করার দায়িত্ব পালনে বর্তমান কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ভোটার তালিকায় জেন্ডার গ্যাপের মত একটি গুরুতর, কিন্তু অনাবশ্যক, সমস্যা দেখা দিয়েছে, যে কারণে অনেক নারী ভবিষ্যতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। বস্তুত জেন্ডার গ্যাপ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক সমস্যার কারণে বিদ্যমান তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতাই এখন প্রশ্নবিদ্ধ, যা আমাদের পুরো রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই ভবিষ্যতে আরও ঘোলাটে করে তুলতে পারে। এছাড়াও ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার ব্যাপারে আইনি বিধানের প্রতিও তোয়াক্কা করছে না নির্বাচন কমিশন, যার ফলে পুরো বিষয়টিই জটিল আকার ধারণ করেছে।

পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা ছাড়া আজ থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ এ জটিলতাতে আরও নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তবুও আমরা মনে করি যে, আজ শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কার্যক্রমটি অব্যাহত থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাই। একইসঙ্গে আমরা **হালনাগাদ সম্পন্ন হবার পর তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পুরো তালিকাটি অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাই।**

ভোটার তালিকায় সকল যোগ্য ভোটারকে অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তবে এব্যাপারে নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাই আমরা সকল সম্ভাব্য ভোটারকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচার-প্রচারণা চালাতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই। আরও আহ্বান জানাই সকল বেসরকারি সংস্থার প্রতি, যাতে তারা নিবন্ধিত হতে সকল সম্ভাব্য ভোটারকে স্বপ্রণোদিতভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। একইসঙ্গে ভোটারদের প্রতিও নিজ উদ্যোগেই ভোটার তালিকায় নাম লেখানোর জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। নিজে ভোটার হউন এবং অন্যকে ভোটার হতে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করুন!

সচিবালয়ঃ ৩/৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স: ৮১১-৬৮১২,
ওয়েব-সাইটঃ www.shujan.org; www.votebd.org